APR 30 2002

যুগান্তর

পৃঃ ১ ... ৩

হাজিরা খাতা খুলেও ছাত্রলীগ নেতাদের সক্রিয় করা যাচ্ছে না

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হাজিরা খাতা খুলেও সংগঠনের নেতাকর্মীদের সক্রিয় করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকে পড়া বিবাহিত ও অছাত্রদের বাদ দেয়ার প্রক্রিয়াও ঝিমিয়ে পড়েছে। এদিকে নবগঠিত কমিটির নেতাদের নামে এখনও চিঠি ইস্যু না করায় নামবিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে।

গত ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি হাজিরা খাতা খোলা হয়। কিন্তু ১৯১ জন কেন্দ্রীয় নেতার মধ্যে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫৩ জন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

ছাত্রলীগ : হাজিরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হাজিরা দিয়েছেন বলে সংগঠন
জানিয়েছে। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৫০
নেতা কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং ঢা
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে উপস্থিত হ
তবে কেন্দ্রীয় কমিটির ২৪/২৫ জন নে
শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কাছেও অপরিচিত। ত্যা
নেতাকর্মীদের পরিবর্তে বিবাহিত, অছা
ব্যবসায়ী ও নিষ্ক্রিয় কর্মীদের কেন্দ্রী
কমিটিতে স্থান দেয়ায় ছাত্রলী
সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হ
পারছে না বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছে
কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে প্রধান ভূমি
পালনকারী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দু
কাদের গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠে
অসাবধানতাবশত কিছু অছাত্র
বিবাহিতদের কমিটিতে ঢুকে পড়ার ক
স্বীকার করে বলেছেন, অচিরেই তাদের ব
দেয়া হবে। কমিটি গঠনের পরপরই
বিষয়টি তদন্তের জন্য সাবেক তি
ছাত্রনেতার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠি
হলেও আজও তারা রিপোর্ট পেশ করেনি
সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদ
সাইফুজ্জামান শেখর জানিয়েছেন, ছাত্র
অছাত্র তা নির্ণয়ের জন্য সব নেতাকে কেন্দ্রী
কার্যালয়ে বায়োডাটা জমা দিতে ব
হয়েছে। বার বার বায়োডাটা জমা দেয়া
সময় বাড়িয়েও এখন পর্যন্ত অধিকাংশ নেতা
বায়োডাটা পাওয়া যায়নি। অবশ্য ভারপ্রা
সভাপতি মারুফা আক্তার পপি জানা
আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দে
ফেরার পরপরই এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তা
কাছে পেশ করা হবে।

সূত্র জানায়, বর্তমান কমিটিতে অন্তত ১১ জ
বিবাহিত এবং অর্ধশতাধিক অছাত্র
ব্যবসায়ী পদ পেয়েছেন। তাদের বাদ দেয়া
আগে মনোনীত নেতাদের নামে চিঠি ইস্যু
সম্ভাবনা নেই। এদিকে চিঠি ইস্যুর বিলম্বে
কারণে নামবিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে। একাধি
ব্যক্তি একই পদের দাবিদার। হাজির
খাতায়ও একই নামে একাধিক ব্যক্তি স্বাক্ষ
করছেন।

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এ পদগুলো হচ্ছে সহ-ধ
সম্পাদক হেমায়েত হোসেন, সহ-সম্পাদ
সেলিমউজ্জামান সেলিম, সদস্য হাবিবু
রহমান হাবিব, আবুল কালাম আজাদ
মিজানুর রহমান মিজান, মোঃ আনিসু
রহমান খান এবং হুমায়ুন কবির।

সহ-ধর্ম সম্পাদক পদের দাবিদার হচ্ছে
ভোলার মোঃ হেমায়েত হোসেন এবং জিয়
হলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হেমায়েত
উদ্দিন, সহ-সম্পাদক পদে সাবেক সদস্য ও
জিয়া হলের ছাত্র গাজী আশরাফুজ্জামান
সলিম এবং সূর্যসেন হলের মুন্সী মোঃ সেলিম
হাসেন।

হাবিবুর রহমান হাবিব নামে সদস্য পদের
দাবিদার জিয়া হলের হাবিবুর রহমান হাবিব
ও ঢাকা মহানগরের হাবিবুর রহমান হাবিব,
আবুল কালাম আজাদ নামের সদস্য পদে
কবি জসীমউদ্দীন হলের সাংগঠনিক
সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ ও জগন্নাথ
কলেজের আবুল কালাম আজাদ, মিজানুর
রহমান মিজান নামের সদস্য পদের দাবিদার
জহুরুল হক হলের প্রচার সম্পাদক মিজানুর
রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য মিজানুর
রহমান (ঢাকা কলেজ), মহসিন হলের মিজান
ও এসএম হলের মিজান, মোঃ আনিসুর
রহমান খান নামে সদস্য পদের একজন
দাবিদার ঢাবি ক্যাম্পাসে গাইড ব্যবসায়ী
হিসাবে পরিচিত আনিসুর রহমান ও অপর
দাবিদার ধর্ম-সম্পাদক মাসুদ হোসেন খানের
ভাই মোঃ আনিসুর রহমান খান টিপু। এছাড়া
হুমায়ুন কবির নামের সদস্যপদে দু'জন
দাবিদার হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
জহুরুল হক হলের সহ-সভাপতি হুমায়ুন
কবির ও সিলেট জেলার হুমায়ুন কবির।